দামুড়হুদায় বিএনপির উদ্যেগে জুলাই গণঅভ্যুথান দিবস উপলক্ষে আলোচনা সভা

দামুড়হুদা উপজেলা বিএনপির উদ্যেগে জুলাই গণঅভ্যুথান দিবস উপলক্ষে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। বুধবার বেলা ১২টার দিকে আটকবর হলরুমে জুলাই গণঅভ্যুথানে শহীদদের স্মরণ করে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।

আলোচনা সভায় দামুড়হুদা উপজেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক রফিকুল হাসান তনু সঞ্চালনায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জেলা পরিষদের প্রশাসক ও জেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক শরিফুজ্জামান শরীফ।

এ সময় প্রধান অতিথি জেলা পরিষদের প্রশাসক ও জেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক শরিফুজ্জামান শরীফ বলেন,৫আগস্টে এই দিনে বিএনপি নেতা কর্মীরাসহ যারা শহীদ হয়েছিলেন তাদের আত্মার মাগফেরাত কামনা করেন। এবং বিএনপি নেতাকর্মীদের উদ্দেশ্যে বলেন এই আগস্ট মাসে সকলকে সজাগ থাকতে হবে কোন ফাঁসিসসহ কেউ যেন বিশৃঙ্খলা না করতে পারে সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে।

এ সময় আরও উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা সংসদ জেলা ইউনিটের যুগ্ন আহবায়ক দার্শনা থানা বিএনপির সভাপতি খাজা আবুল হাসনাত, দামুড়হুদা উপজেলা বিএনপির সিনিয়র সহ-সভাপতি আব্দুল ওয়াহেদ, উপজেলা বিএনপি’র যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মন্টু মিয়া,উপজেলা বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক প্রফেসর আবুল হাশেম,নাটুদাহ ইউনিয়ন বিএনপির সভাপতি শামসুল আলম, কার্পাসডাঙ্গা ইউনিয়ন বিএনপির সভাপতি শামসুল আলম, হাউলী ইউনিয়ন বিএনপির সভাপতি ইউসুফ আলীসহ উপজেলা মুক্তিযোদ্ধা ও বিএনপির সংগঠনের নেতৃবৃন্দ।

দামুড়হুদায় শহীদ পরিবার ও জুলাই যোদ্ধাদের সংবর্ধনা, আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত

জুলাই গণঅভ্যুত্থান দিবস-২০২৬ যথাযোগ্য মর্যাদায় উদযাপন উপলক্ষে চুয়াডাঙ্গার দামুড়হুদায় জুলাই শহীদ পরিবারের সদস্য ও জুলাই যোদ্ধাদের সংবর্ধনা, আলোচনা সভা এবং পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়েছে। বুধবার সকাল ১০টায় উপজেলা প্রশাসনের আয়োজনে দামুড়হুদা উপজেলা পরিষদের সভাকক্ষে এ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

দামুড়হুদা উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা লাভলী ইয়াসমিনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন চুয়াডাঙ্গা-২ আসনের সংসদ সদস্য রুহুল আমীন। এসময় উপস্থিত ছিলেন, উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) শাহীন আলম,উপজেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক রফিকুল হাসান তনু।

দামুড়হুদা মডেল থানার অফিসার ইনচার্জ শেখ মেসবাহ্ উদ্দিন, উপজেলা প.প. কর্মকর্তা ডা. মশিউর রহমান, কৃষি কর্মকর্তা শারমিন আক্তার, দামুড়হুদা প্রেসক্লাব সভাপতি শামসুজ্জোহা পলাশ,উপজেলা জামায়াতের আমির নায়েব আলী, এনসিপি উপজেলা আহবায়ক গোলাম সরোয়ার ছোটন।

এছাড়াও অনুষ্ঠানে বিভিন্ন রাজনৈতিক, সামাজিক ও স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ, বিভিন্ন সরকারি দপ্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারী, জুলাই শহীদ পরিবারের সদস্য এবং জুলাই যোদ্ধারা উপস্থিত ছিলেন।

অনুষ্ঠানে জুলাই গণঅভ্যুত্থানের শহীদদের আত্মত্যাগের কথা গভীর শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করা হয়। পাশাপাশি আহত ও অংশগ্রহণকারী জুলাই যোদ্ধাদের অবদানের স্বীকৃতি জানিয়ে তাদের সংবর্ধনা প্রদান করা হয়। আলোচনা শেষে সম্মাননা ও পুরস্কার বিতরণ করা হয়।

দামুড়হুদায় গাঁজাসহ যুবক গ্রেপ্তার, সামারি ট্রায়ালে জেল-জরিমানা

চুয়াডাঙ্গা জেলার পুলিশ সুপার মোহাম্মদ রুহুল কবীর খানের সার্বিক দিকনির্দেশনায় দামুড়হুদা মডেল থানার অফিসার ইনচার্জ শেখ মেসবাহ্ উদ্দিনের তত্ত্বাবধানে মাদকবিরোধী অভিযানে ৩ গ্রাম গাঁজাসহ এক যুবককে গ্রেপ্তার করেছে দামুড়হুদা মডেল থানার পুলিশ।

রবিবার ভ্রাম্যমাণ সংক্ষিপ্ত বিচারে (সামারি ট্রায়াল) তাকে কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড প্রদান করা হয়। দণ্ডপ্রাপ্ত যুবক হলো, দামুড়হুদা উপজেলার সুবলপুর (স্কুলপাড়া) গ্রামের এনামুল হক এর ছেলে সজিব আহমেদ (১৯)।

পুলিশ সূত্রে জানাগেছে, গত ১ আগস্ট ২০২৬ রাত ৯টার দিকে দামুড়হুদা মডেল থানার এসআই পবিত্র মণ্ডল উপজেলার মুক্তারপুর এলাকায় অবস্থানকালে গোপন সংবাদের ভিত্তিতে জানতে পারেন, সুবলপুর নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সামনের খেলার মাঠে এক ব্যক্তি মাদক সেবন করে অশালীন ভাষায় গালিগালাজ ও জনসাধারণের বিরক্তির কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। এমন সংবাদের ভিত্তিতে ঘটনাস্থলে অভিযান চালিয়ে সুবলপুর (স্কুলপাড়া) গ্রামের এনামুল হক এর ছেলে সজিব আহমেদ কে আটক করা হয়। পরে উপস্থিত সাক্ষীদের সামনে তার দেহ তল্লাশি করে জিন্স প্যান্টের সামনের ডান পকেট থেকে সাদা পলিথিনে মোড়ানো ৩ গ্রাম ওজনের ১ পুরিয়া গাঁজা উদ্ধার করা হয়। পরে রাত সাড়ে ৯টার দিকে আইনানুগ প্রক্রিয়ায় আলামত জব্দ করা হয়।

পরবর্তীতে তাকে দামুড়হুদা মডেল থানায় নিয়ে এসে সংক্ষিপ্ত বিচারের জন্য চুয়াডাঙ্গা বিজ্ঞ সিনিয়র জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট (সংক্ষিপ্ত বিচার আদালত) এ হাজির করা হলে আদালত তাকে ১০ দিনের বিনাশ্রম কারাদণ্ড, ৫০০ টাকা অর্থদণ্ড এবং অনাদায়ে আরও ৩ দিনের বিনাশ্রম কারাদণ্ড প্রদান করেন।

দামুড়হুদা মডেল থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) শেখ মেসবাহ্ উদ্দিন জানিয়েছেন, গাঁজা সহ একজনকে আটক করা হয়। গতকালই তাকে চুয়াডাঙ্গা বিজ্ঞ আদালতে সোপর্দ করা হয়েছে। তিনি আরও বলেন, মাদকবিরোধী অভিযান অব্যাহত থাকবে এবং অপরাধ দমনে পুলিশ নিয়মিত অভিযান

দামুড়হুদায় ইয়াবা ও গাঁজাসহ ৩ মাদকসেবী গ্রেপ্তার, সামারি ট্রায়ালে কারাদণ্ড

চুয়াডাঙ্গা জেলার পুলিশ সুপার মোহাম্মদ রুহুল কবীর খানের সার্বিক দিকনির্দেশনায় এবং দামুড়হুদা মডেল থানার অফিসার ইনচার্জ শেখ মেসবাহ্ উদ্দিনের তত্ত্বাবধানে মাদকবিরোধী অভিযানে ২ পিস ইয়াবা ট্যাবলেট ও ১ পুরিয়া গাঁজাসহ তিনজনকে গ্রেপ্তার করেছে দামুড়হুদা মডেল থানা পুলিশ। পরে তাদের চুয়াডাঙ্গা বিজ্ঞ সিনিয়র জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে সংক্ষিপ্ত (সামারি) বিচারে সাজা প্রদান করা হয়েছে। আটক ব্যক্তিরা হলেন, দামুড়হুদা সদরের বেগোপাড়া গ্রামের হারুন আলীর ছেলে সোহান আলী (২৭), মোসলেম আলীর ছেলে মহাসিন আলী (৩৫) এবং শহিদুল ইসলাম এর ছেলে শরিফুল ইসলাম (৩০)।

পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, গত ৩০ জুলাই ২০২৬ সন্ধ্যা ৭টার দিকে দামুড়হুদা বাসস্ট্যান্ড এলাকায় অবস্থানকালে এসআই শামসুর রহমান গোপন সংবাদের মাধ্যমে জানতে পারেন, উপজেলার বেগোপাড়া গ্রামের সোহান আলীর বাড়ির ভেতরে কয়েকজন ব্যক্তি মাদক সেবন করে অশ্লীল ভাষায় গালিগালাজসহ জনসাধারণের বিরক্তির কারণ হচ্ছেন। এমন সংবাদের ভিত্তিতে সন্ধ্যা সাড়ে ৭টার দিকে সঙ্গীয় ফোর্স নিয়ে অভিযান পরিচালনা করে ঘটনাস্থল থেকে তিনজনকে আটক করা হয়।

পরে উপস্থিত সাক্ষীদের সামনে তাদের দেহ তল্লাশি করে সোহান আলীর লুঙ্গির ডান কোচর থেকে ১ পিস ইয়াবা ট্যাবলেট, মহাসিন আলীর লুঙ্গির বাম কোচর থেকে ১ পিস ইয়াবা ট্যাবলেট এবং শরিফুল ইসলামের জিন্স প্যান্টের সামনের ডান পকেট থেকে ১ গ্রাম ওজনের ১ পুরিয়া গাঁজা উদ্ধার করা হয়। উদ্ধারকৃত আলামত জব্দ তালিকার মাধ্যমে জব্দ করা হয়।

পরবর্তীতে এসআই শামসুর রহমান গ্রেপ্তারকৃতদের সংক্ষিপ্ত বিচারের জন্য বিজ্ঞ সিনিয়র জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট (সংক্ষিপ্ত বিচার আদালত) এ সোপর্দ করলে আদালত সোহান আলী ও শরিফুল ইসলামকে ২ মাসের বিনাশ্রম কারাদণ্ড, ১ হাজার টাকা অর্থদণ্ড এবং অনাদায়ে আরও ৭ দিনের বিনাশ্রম কারাদণ্ড প্রদান করেন। এছাড়া মহাসিন আলীকে ৪ মাসের বিনাশ্রম কারাদণ্ড, ১ হাজার টাকা অর্থদণ্ড এবং অনাদায়ে আরও ৭ দিনের বিনাশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ দেন।

এ বিষয়ে দামুড়হুদা মডেল থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) শেখ মেসবাহ্ উদ্দিন বলেন, মাদকসহ আটক তিন জনকে আদালতে সোপর্দ করা হয়। আদালত তাদেরকে বিভিন্ন মেয়াদে সাজা প্রদান করেন। মাদক বিরোধী অভিযান নিয়মিত পরিচালনা করা হবে।

দামুড়হুদার জয়রামপুরে তালপুকুরে ডুবে শিশুর মৃত্যু

চুয়াডাঙ্গার দামুড়হুদা উপজেলার হাউলী ইউনিয়নের জয়রামপুর মল্লিকপাড়ায় তালপুকুরে ডুবে তপু (৯) নামে এক শিশুর মর্মান্তিক মৃত্যু হয়েছে। নিহত তপু অটোচালক ওসমানের ছোট ছেলে।

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, বৃহস্পতিবার দুপুর ১টার দিকে তপু বাড়ির সামনে খেলাধুলা করছিল। একপর্যায়ে সে পাশের তালপুকুরে গোসল করতে যায়। দীর্ঘ সময় অতিবাহিত হলেও বাড়িতে ফিরে না আসায় পরিবারের সদস্যরা উদ্বিগ্ন হয়ে বিভিন্ন স্থানে খোঁজাখুঁজি শুরু করেন।

পরে বিকেল ৪টার দিকে স্থানীয়রা তালপুকুরে তপুর মরদেহ ভাসতে দেখে উদ্ধার করেন। খবর পেয়ে এলাকাবাসী ঘটনাস্থলে ভিড় করেন। শিশুটির আকস্মিক মৃত্যুতে পরিবার, স্বজন ও এলাকাবাসীর মধ্যে শোকের ছায়া নেমে আসে। তাদের আহাজারিতে এলাকার পরিবেশ ভারী হয়ে ওঠে।
খবর পেয়ে দামুড়হুদা মডেল থানার পুলিশ ঘটনাস্থল পরিদর্শন করে।

এ বিষয়ে দামুড়হুদা মডেল থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) শেখ মেসবাহ্ উদ্দিন বলেন, “এ ঘটনায় কারও কোনো অভিযোগ না থাকায় প্রয়োজনীয়

আইনগত প্রক্রিয়া শেষে মরদেহ পরিবারের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে। একই সঙ্গে থানায় একটি অপমৃত্যু (ইউডি) মামলা দায়ের করা হয়েছে।”

দামুড়হুদা ইকো পার্কে ১৫টি মরা গাছ কাটার অভিযোগ

চুয়াডাঙ্গার দামুড়হুদা উপজেলার হরিরামপুরে অবস্থিত ডিসি ইকো পার্কে নিলামের মাধ্যমে বিক্রি করা ২৯টি মরা গাছের বাইরে আরও ১৫টি মরা গাছ কাটার অভিযোগ উঠেছে। তদন্তে অভিযোগের সত্যতা পাওয়ার পর জড়িতদের বিরুদ্ধে কঠোর আইনগত ব্যবস্থা নেওয়ার আশ্বাস দিয়েছেন উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) লাভলী ইয়াসমিন।

জানা গেছে, ডিসি ইকো পার্কের সৌন্দর্যবর্ধনের লক্ষ্যে ঝুঁকিপূর্ণ ২৯টি মরা গাছ নিলামের মাধ্যমে বিক্রি করা হয়। নিলামে চন্দ্রবাস গ্রামের নজরুল ইসলাম সর্বোচ্চ দরদাতা হিসেবে ২ লাখ ৭০ হাজার টাকায় গাছগুলো ক্রয় করেন। নিলামের শর্ত অনুযায়ী, কেবল ২৯টি নির্ধারিত মরা গাছ কাটার অনুমতি ছিল।
তবে স্থানীয়দের অভিযোগ, নিলামকৃত গাছের পাশাপাশি আরও ১৫টি মরা গাছ কেটে ফেলেন নিলামগ্রহীতা। বিষয়টি জানাজানি হলে এলাকায় ক্ষোভের সৃষ্টি হয়।

অভিযোগের পর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা লাভলী ইয়াসমিন উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) মো. শাহিন আলমকে প্রধান করে তিন সদস্যবিশিষ্ট তদন্ত কমিটি গঠন করেন। বৃহস্পতিবার সকালে তদন্ত কমিটি ঘটনাস্থল পরিদর্শন করে নিলামকৃত ২৯টি গাছের বাইরে আরও ১৫টি মরা গাছ কাটার সত্যতা পায়।

সূত্র জানায়, গত ১৯ জুলাই ২০২৬ ডিসি ইকো পার্কের ঝুঁকিপূর্ণ মরা গাছ অপসারণের জন্য নিলাম কার্যক্রম পরিচালনার দায়িত্ব দেওয়া হয় কার্পাসডাঙ্গা ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান আব্দুল করিম ও ডিসি ইকো পার্কের কেয়ারটেকার বাহালুলকে। নিলামে ১৯টি মরা আমগাছ, ৬টি মরা শিশুগাছ ও ৪টি মরা কাঁঠালগাছসহ মোট ২৯টি গাছ বিক্রি করা হয়। আগামী ২০ আগস্টের মধ্যে গাছগুলো কাটার সময়সীমা নির্ধারণ করা হয়।

স্থানীয়দের অভিযোগ, নিলামের বিষয়টি ব্যাপকভাবে প্রচার না করে সীমিত কয়েকজন ব্যবসায়ীকে নিয়ে প্রক্রিয়া সম্পন্ন করা হয়েছে।

উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) মো. শাহিন আলম বলেন, তদন্তে নিলামের বাইরে অতিরিক্ত ১৫টি মরা গাছ কাটার সত্যতা পাওয়া গেছে। নিলামগ্রহীতা নজরুল ইসলাম দাবি করেন, তিনি মনে করেছিলেন পার্কের সব মরা গাছই নিলামের আওতায় ছিল। তাই ২ লাখ ৭০ হাজার টাকায় সব মরা গাছ কিনেছেন বলে ধারণা করেছিলেন।

কার্পাসডাঙ্গা ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান আব্দুল করিম বলেন, উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার নির্দেশনা অনুযায়ী নিলাম কার্যক্রম সম্পন্ন করা হয়েছে।

স্থানীয় বিএনপি নেতা জাহিদুল ইসলাম বলেন, নিলামের বিষয়টি অধিকাংশ স্থানীয় মানুষ জানতেন না। সীমিত কয়েকজনকে নিয়ে নিলাম সম্পন্ন করা হয়েছে। নিলামকৃত গাছের বাইরে অতিরিক্ত গাছ কাটায় জনমনে ক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছে। তিনি ঘটনার সুষ্ঠু তদন্ত করে দায়ীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি জানান।

দামুড়হুদা উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা লাভলী ইয়াসমিন বলেন, বিধি মোতাবেক ডিসি ইকো পার্কের সৌন্দর্যবর্ধনের জন্য ২৯টি মরা গাছ কাটার অনুমতি দেওয়া হয়েছিল। প্রাথমিক তদন্তে অতিরিক্ত ১৫টি মরা গাছ কাটার সত্যতা পাওয়া গেছে। এ ঘটনার সঙ্গে জড়িতদের বিরুদ্ধে কঠোর আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

দামুড়হুদায় পরোয়ানাভুক্ত নারী আসামি গ্রেপ্তার

চুয়াডাঙ্গার দামুড়হুদায় আদালতের সিআর মামলার পরোয়ানাভুক্ত এক নারী আসামিকে গ্রেপ্তার করেছে দামুড়হুদা মডেল থানা পুলিশ। বৃহস্পতিবার তাকে চুয়াডাঙ্গার বিজ্ঞ আদালতে সোপর্দ করা হয়।

গ্রেপ্তারকৃত নারী হলেন, দামুড়হুদা উপজেলার হাউলী ইউনিয়নের

ডুগডুগি গ্রামের মৃত শহিদুল ইসলামের স্ত্রী শাহিনুর খাতুন (৫০)।

পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, চুয়াডাঙ্গার পুলিশ সুপার মোহাম্মদ রুহুল কবীর খানের সার্বিক দিকনির্দেশনায় এবং দামুড়হুদা মডেল থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) শেখ মেসবাহ্ উদ্দিনের তত্ত্বাবধানে এসআই সিয়াবুল ইসলামের নেতৃত্বে পুলিশের একটি দল বৃহস্পতিবার বেলা ১২টার দিকে ডুগডুগি গ্রামে অভিযান পরিচালনা করে।

অভিযানকালে সিআর-৩০৯/২৩ মামলার পরোয়ানাভুক্ত আসামি শাহিনুর খাতুনকে তার নিজ বাড়ি থেকে গ্রেপ্তার করা হয়। গ্রেপ্তারের পর প্রয়োজনীয় আইনগত প্রক্রিয়া সম্পন্ন করে তাকে চুয়াডাঙ্গার বিজ্ঞ আদালতে সোপর্দ করা হয়েছে বলে পুলিশ জানিয়েছে।

দামুড়হুদা মডেল থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) শেখ মেসবাহ্ উদ্দিন বলেন, পরোয়ানাভুক্ত ওই নারী আসামিকে গ্রেপ্তার করে বৃহস্পতিবারই চুয়াডাঙ্গার বিজ্ঞ আদালতে সোপর্দ করা হয়েছে।

তিনি আরও বলেন, আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখতে পরোয়ানাভুক্ত আসামি গ্রেপ্তার ও মাদকবিরোধী অভিযান অব্যাহত রয়েছে।

দামুড়হুদায় ৩ পিস ইয়াবাসহ তিন যুবক গ্রেপ্তার, এক মাসের কারাদণ্ড

চুয়াডাঙ্গার দামুড়হুদা উপজেলার বিষ্ণুপুর গ্রামে অভিযান চালিয়ে ৩ পিস ইয়াবা ট্যাবলেটসহ তিন যুবককে গ্রেপ্তার করেছে দামুড়হুদা মডেল থানা পুলিশ। পরে সংক্ষিপ্ত বিচার (সামারি ট্রায়াল) শেষে আদালত তাদের প্রত্যেককে এক মাসের বিনাশ্রম কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড প্রদান করেন।

পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, চুয়াডাঙ্গার পুলিশ সুপার মোহাম্মদ রুহুল কবীর খানের সার্বিক দিকনির্দেশনায় এবং দামুড়হুদা মডেল

থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) শেখ মেসবাহ্ উদ্দিনের তত্ত্বাবধানে এসআই প্রদীপ বিশ্বাসের নেতৃত্বে গত বুধবার রাত ৯টার দিকে বিষ্ণুপুর গ্রামের মাঝেরপাড়ায় স্বপনের রিং স্ল্যাব কারখানার পাশে অভিযান পরিচালনা করা হয়।

গোপন সংবাদের ভিত্তিতে সেখানে মাদক সেবন করে স্থানীয়দের সঙ্গে অশোভন আচরণ ও গালিগালাজ করার অভিযোগে তিনজনকে আটক করা হয়। পরে উপস্থিত সাক্ষীদের সামনে তাদের দেহ তল্লাশি করে ইকরামিন ওরফে পলাশ (২৪), হাবিবুর বাশার ওরফে রাহুল (১৯) এবং শাহাপরান ইসলাম (২১)-এর কাছ থেকে একটি করে মোট ৩ পিস ইয়াবা ট্যাবলেট উদ্ধার করা হয়। এরপর আইনগত প্রক্রিয়া শেষে ইয়াবাগুলো জব্দ করা হয়।

পরবর্তীতে আটক ব্যক্তিদের সংক্ষিপ্ত বিচারের জন্য চুয়াডাঙ্গার বিজ্ঞ সিনিয়র জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেটের (সংক্ষিপ্ত বিচার আদালত) আদালতে হাজির করা হলে আদালত তাদের প্রত্যেককে এক মাসের বিনাশ্রম কারাদণ্ড, এক হাজার টাকা অর্থদণ্ড এবং অর্থদণ্ড অনাদায়ে আরও সাত দিনের বিনাশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ দেন।

দামুড়হুদা মডেল থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) শেখ মেসবাহ্ উদ্দিন বলেন, মাদকসহ তিনজনকে গ্রেপ্তারের পর আইনানুগ প্রক্রিয়া শেষে তাদের চুয়াডাঙ্গার বিজ্ঞ আদালতে সোপর্দ করা হয়েছে।

তিনি আরও বলেন, মাদকবিরোধী অভিযান অব্যাহত থাকবে এবং মাদক নির্মূলে পুলিশের কঠোর অবস্থান ভবিষ্যতেও বহাল থাকবে।

দামুড়হুদায় পরোয়ানাভুক্ত আসামি গ্রেপ্তার

চুয়াডাঙ্গার দামুড়হুদা মডেল থানা পুলিশের অভিযানে এক সিআর মামলার পরোয়ানাভুক্ত আসামিকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

বুধবার অভিযান চালিয়ে তাকে নিজ বাড়ি থেকে গ্রেপ্তার করা হয়। পরে প্রয়োজনীয় আইনানুগ প্রক্রিয়া শেষে তাকে চুয়াডাঙ্গা বিজ্ঞ আদালতে

সোপর্দ করা হয়।

গ্রেপ্তারকৃত আসামি হলেন দামুড়হুদা উপজেলার রঘুনাথপুর গ্রামের শফিকুল ইসলামের ছেলে সজিব আলী (২৫)।

পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, চুয়াডাঙ্গা জেলার পুলিশ সুপার মোহাম্মদ রুহুল কবীর খানের সার্বিক দিকনির্দেশনা এবং দামুড়হুদা মডেল থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) শেখ মেসবাহ্ উদ্দিনের তত্ত্বাবধানে এ অভিযান পরিচালিত হয়। এসআই সিয়াবুল ইসলামের নেতৃত্বে থানা পুলিশের একটি দল সিআর-২৫/২৬ মামলার পরোয়ানাভুক্ত আসামি সজিব আলীকে তার নিজ বাড়ি থেকে গ্রেপ্তার করে।

গ্রেপ্তারের পর প্রয়োজনীয় আইনানুগ প্রক্রিয়া সম্পন্ন করে তাকে আদালতে প্রেরণ করা হয়।

পুলিশ আরও জানায়, থানা এলাকার আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখতে মাদকদ্রব্য, অবৈধ অস্ত্র ও গোলাবারুদ উদ্ধার, চোরাকারবারি, মাদক ব্যবসায়ী, দস্যু, ছিনতাইকারী, ডাকাত এবং বিভিন্ন মামলার পরোয়ানাভুক্ত আসামিদের গ্রেপ্তারে নিয়মিত অভিযান পরিচালনা করা হচ্ছে। জননিরাপত্তা নিশ্চিত করতে এ ধরনের অভিযান ভবিষ্যতেও অব্যাহত থাকবে।

দামুড়হুদা মডেল থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) শেখ মেসবাহ্ উদ্দিন বলেন, “পরোয়ানাভুক্ত একজন আসামিকে গ্রেপ্তার করে বুধবারই চুয়াডাঙ্গা বিজ্ঞ আদালতে সোপর্দ করা হয়েছে। আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখতে পুলিশ নিয়মিত অভিযান পরিচালনা করছে। মাদক নির্মূল ও পরোয়ানাভুক্ত আসামি গ্রেপ্তারে আমাদের অভিযান অব্যাহত থাকবে।”

দামুড়হুদায় এসকাফ সিরাপসহ মাদক কারবারি গ্রেফতার

চুয়াডাঙ্গার দামুড়হুদা উপজেলায় মাদকবিরোধী বিশেষ অভিযানে ৪০

বোতল এসকাফ (ESkuf) সিরাপসহ এক মাদক কারবারিকে গ্রেফতার করেছে দামুড়হুদা মডেল থানা পুলিশ। পরে তাকে চুয়াডাঙ্গা বিজ্ঞ আদালতে সোপর্দ করা হয়েছে।

গ্রেফতার ব্যক্তি উপজেলার মুন্সিপুর মাঝপাড়া গ্রামের জালাল বিশ্বাসের ছেলে হাফিজুল হক ওরফে মিঠুন (৩৩)।

পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, চুয়াডাঙ্গা জেলার পুলিশ সুপার মোহাম্মদ রুহুল কবীর খানের সার্বিক দিকনির্দেশনায় এবং দামুড়হুদা মডেল থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) শেখ মেসবাহ্ উদ্দিনের তত্ত্বাবধানে কার্পাসডাঙ্গা পুলিশ ক্যাম্পের এসআই সবুজ উদ্দিনের নেতৃত্বে মঙ্গলবার ভোরে মাদকবিরোধী বিশেষ অভিযান পরিচালনা করা হয়।

গোপন সংবাদের ভিত্তিতে পুলিশ জানতে পারে, উপজেলার মুক্তারপুর গ্রামের চাঁদপুর মোড় সংলগ্ন আব্দুল হামিদ নিউ মার্কেটের সামনে মাদকদ্রব্য কেনাবেচা হচ্ছে। পরে ভোর সাড়ে ৫টার দিকে সেখানে অভিযান চালিয়ে হাফিজুল হক ওরফে মিঠুনকে আটক করা হয়।

পরে উপস্থিত সাক্ষীদের সামনে তার হাতে থাকা নেভি ব্লু রঙের কাপড়ের বাজারের ব্যাগ তল্লাশি করে ৪০ বোতল এসকাফ সিরাপ উদ্ধার করা হয়। উদ্ধারকৃত মাদকদ্রব্য আইনানুগ প্রক্রিয়ায় জব্দ করা হয়েছে।

এ ঘটনায় এসআই সবুজ উদ্দিন বাদী হয়ে দামুড়হুদা মডেল থানায় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইন, ২০১৮-এর ৩৬(১) সারণির ১৪(খ)/৪১ ধারায় একটি মামলা দায়ের করেন। মামলা নম্বর-১১, তারিখ: ২৮ জুলাই ২০২৬। পরে গ্রেফতারকৃত আসামিকে চুয়াডাঙ্গা বিজ্ঞ আদালতে পাঠানো হয়।

দামুড়হুদা মডেল থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) শেখ মেসবাহ্ উদ্দিন বলেন, গ্রেফতারকৃত আসামিকে আদালতে সোপর্দ করা হয়েছে।

তিনি আরও বলেন, মাদক নির্মূল ও অপরাধ নিয়ন্ত্রণে পুলিশের বিশেষ অভিযান নিয়মিত অব্যাহত থাকবে এবং অপরাধীদের বিরুদ্ধে কঠোর আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।